গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নীলফামারী
www.nilphamari.gov.bd
জুডিশিয়াল মুন্সিখানা শাখা

১০ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
সভার তারিখ	১০ মে ২০২৬
সভার সময়	সকাল ১১.০০টা
স্থান	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, নীলফামারী
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন । অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী গত ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের সভার কার্যবিবরণী এবং অদ্যকার সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন । অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে এবং সকলের সম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>০১</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ</u>
বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী গত ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন এবং কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী প্রস্তাব আছে কি না উপস্থিত সদস্যগণের নিকট তা জানতে চান।</td><td>কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়।</td><td>-</td></tr>
<tr><td>০২</td><td><u>অপরাধ চিত্রের পর্যালোচনা</u>
(ক) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী এপ্রিল ২০২৬ মাসে জেলা পুলিশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক অপরাধ চিত্রের নিম্নরূপ প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th rowspan="2">সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">মোট অপরাধ</th><th colspan="6">এপ্রিল ২০২৬ মাসের উল্লেখযোগ্য অপরাধসমূহ</th></tr>
<tr><th>চুরি/ সিঁধেল চুরি/ গরু চুরি</th><th>খুন</th><th>পুলিশ আক্রান্ত</th><th>নারী ও শিশু নির্যাতন (ধর্ষণসহ)</th><th>মাদকদ্রব্য</th><th>অন্যান্য</th></tr>
<tr><td>জেলা পুলিশ</td><td>১৬৩</td><td>১২</td><td>০৪</td><td>-</td><td>৩৪</td><td>৩২</td><td>৭৯</td></tr>
</table>
পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এপ্রিল ২০২৬ মাসে জেলা পুলিশের অধিক্ষেত্রে চুরি/সিঁধেল চুরি/গরু চুরি ১২টি, খুন ০৪টি, নারী ও শিশু নির্যাতন (ধর্ষণসহ) ৩৪টি এবং অন্যান্য অপরাধ ৭৯টিসহ মোট ১৬৩টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।
(খ) সভাপতি জেলায় অপরাধমূলক কার্যক্রম যেমন-ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি ইত্যাদি সংঘটন রোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালন করার জন্য অনুরোধ করেন। অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে যথাযথ আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।</td><td>(ক) অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে যথাযথ আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) সংঘটিত অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিটি খুনের ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
(গ) হত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন (ধর্ষণসহ) ও অন্যান্য অপরাধ যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে ।
(ঘ) জেলার স্পর্শকাতর ও চাঞ্চল্যকর ঘটনার ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবেদন দিতে হবে।</td><td>১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী
২. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী
৩. কোম্পানি কমান্ডার র‍্যাব-১৩, নীলফামারী
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>০৩</td>
<td>
<u>চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযান সংক্রান্ত আলোচনা</u>
-
বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী এপ্রিল ২০২৬ মাসে জেলার বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযানের নিম্নরূপ তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>সংস্থার নাম</th><th>অভিযানের সংখ্যা</th><th>মামলার সংখ্যা</th><th>গ্রেফতারকৃত আসামী</th><th>আটককৃত পণ্যের মূল্য</th></tr>
<tr><td>বিজিবি</td><td>১৯২০</td><td>-</td><td>১৬</td><td>১৫,৪৩,০০০/-</td></tr>
<tr><td>পুলিশ</td><td>-</td><td>৩২</td><td>৪২</td><td>৩,৯৮,৮০০/-</td></tr>
<tr><td>পুলিশ জিআরপি</td><td>১০৪</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর</td><td>১৩৬</td><td>৫৯</td><td>৫৮</td><td>৩,৫৮,৮০০/-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>২১৬০</td><td>৯১</td><td>১১৬</td><td>২৩,০০,৬০০/-</td></tr>
</table>
দেখা যায় যে, এপ্রিল ২০২৬ মাসে জেলা পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃথকভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে চোরাচালান প্রতিরোধে মোট ২১৬০টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে ৯১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং উদ্ধারকৃত মাদকের মূল্য ২৩,০০,৬০০/=টাকা। ১১৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
(ক) উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, নীলফামারী বলেন মাদকের কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যানার, ফেস্টুন বিতরণ ও ডিসপ্লে প্রদর্শনের পাশাপাশি নিজস্ব দাপ্তরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জেলায় নিবন্ধিত মাদাকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটর করা হচ্ছে।
(খ) সভাপতি, মাদক সংক্রান্ত মামলার আসামি এর জামিন যেন সহজতর না হয়, এ ব্যাপারে আইন কর্মকর্তাদের সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ করেন। মাদকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া যেসকল এলাকায় মাদক ক্রয়-বিক্রয় ও সেবন হয় সেসব এলাকায় পুলিশ ও র‍্যাব এর সমন্বয়ে যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান জোরদার করাসহ সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের উপর গুরুত্বারোপ করেন।
</td>
<td>
(ক) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে জেলা পুলিশ, i¨ve ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা অফিসকে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করার সময় আইনে উল্লিখিত এবং তফসিলে বর্ণিত মাদকের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সম্পৃক্ত করে টাস্কফোর্স/ মোবাইল কোর্ট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সমন্বয় করে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করতে হবে।
(গ) যে সকল জায়গা/স্থানে সন্ধ্যার পর মাদকসেবন হয় সেসকল জায়গা/স্থানে সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(ঘ) মাদক সংক্রান্ত মামলার আসামির জামিনের বিষয়ে বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এর দৃষ্টি রাখতে হবে।
</td>
<td>
১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী
২. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী
৩. কোম্পানি কমান্ডার, র‍্যাব-১৩, নীলফামারী
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) নীলফামারী
৫ উপপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নীলফামারী
৬. উপপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী
৭. বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, নীলফামারী
</td>
</tr>
<tr>
<td>০৪</td>
<td>
<u>নারী নির্যাতন, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ বিষয়ে আলোচনা</u>
(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এবং উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী অবহিত করেছেন যে, এপ্রিল ২০২৬ মাসে জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন, মাদকাসক্তি ও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জেলার ২৫১০ টি মসজিদে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে (মার্চ ২০২৬ মাসে ছিল ২৪৮৫টি মসজিদে)।
(খ) উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী সভায় জানান যে, এ মাসে নারী নির্যাতন, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহের কুফল এবং সমাজের সামসময়িক বিষয় সম্পর্কে জেলার সকল মডেল মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান/বয়ানের জন্য ইমামগণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
(গ) সভাপতি বলেন যে, সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য, উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে একটি মহল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। সমাজের সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা, ধর্মীয় উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা, বাল্যবিবাহ, মাদক ও মানব পাচারের কুফল সম্পর্কে ইমামগণকে ধর্মীয় বিধানের আলোকে মসজিদে খুতবায় বক্তব্য প্রদান করতে হবে।
</td>
<td>
(ক) জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কুফল সম্পর্কে খুতবায় বয়ানের পাশাপাশি সমাজের সামসময়িক বিষয়সমূহ নিয়ে সকল মসজিদে আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(খ) কোন স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মীয় উস্কানি ও মিথ্যা গুজব রটনা করে যাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করতে পারে সে বিষয়ে ধর্মীয় বিধানের আলোকে ইমামদের কার্যকরভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে ।
(গ) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সকল মসজিদে জুম্মার নামাজে খুতবার পূর্বে ইমামদেরকে জঙ্গিবাদ ও মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
</td>
<td>
১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী
২. কোম্পানি কমান্ডার র‍্যাব-১৩, নীলফামারী
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী
৪.উপপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>০৫</td>
<td><u>মোবাইল কোর্টের অভিযান</u>
বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী এপ্রিল ২০২৬ মাসে জেলায় পরিচালিত মোবাইল কোর্ট অভিযানের নিম্নরূপ তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th rowspan="2">মোবাইল কোর্টের সংখ্যা</th><th rowspan="2">মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">দন্ডিত আসামি</th><th rowspan="2">জরিমানার পরিমাণ (টাকায়)</th></tr>
<tr><th>অর্থদন্ড</th><th>কারাদন্ড</th></tr>
<tr><td>১৪৫</td><td>২২১</td><td>২২১</td><td>৫৯</td><td>৮,৮৯,৮৪৫/-</td></tr>
</table>
(ক) এ মাসে অর্থদন্ডের পাশাপাশি ৫৯ জন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। এ মাসে বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ ১৪টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এতে ২৩টি মামলা দায়ের করে ২৩ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ৪,৪২,০০০/-টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে।
(খ) সভাপতি পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১৮, সড়ক পরিবহন আইন- ২০১৮, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮, ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত)-২০১০, হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন-২০১৪ সহ মোবাইল কোর্টের তফসিলভুক্ত সকল আইন প্রয়োগ করে গতিশীল, স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।</td>
<td>(ক) প্রমাপ অনুযায়ী প্রয়োগসিদ্ধ-ভাবে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ই-কোর্টে (e-court) আপলোড করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পৃথকভাবে জেলায় অভিযান পরিচালনাকালে জেলা প্রশাসনকে আগাম অবহিত করবেন।</td>
<td>১. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী

২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী

৩. এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, (সকল), নীলফামারী</td>
</tr>
<tr>
<td>০৬</td>
<td><u>গ্রাম আদালতের মামলার বিবরণ</u>
বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী এপ্রিল ২০২৬ মাসে জেলায় পরিচালিত গ্রাম আদালতের নিম্নরূপ তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>জেলার নাম</th><th>পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের</th><th>বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা</th><th>মোট মামলার সংখ্যা</th><th>বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th>মাস শে যে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>নীলফামারী</td><td>১৯৩</td><td>২৩৯</td><td>৪৩২</td><td>২৫৩</td><td>১৭৯</td></tr>
</table>
(ক) সভাপতি জেলার ৬০টি ইউনিয়নে বিধি-বিধান মোতাবেক কার্যকরভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনাসহ মামলা নিষ্পত্তি বাড়াতে পরামর্শ দেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনকালে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নির্দেশ প্রদান করেন।</td>
<td>ইউনিয়ন পরিষদসমূহ পরিদর্শন-কালে গ্রাম আদালতের নথি ও রেজিস্টারসহ সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং দ্রুততার সাথে মামলাসমূহ নিষ্পত্তিসহ ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য প্রদান করতে হবে।</td>
<td>১. উপপরিচালক স্থানীয় সরকার নীলফামারী

২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী

৩. চেয়ারম্যান, ইউপি (সকল), নীলফামারী</td>
</tr>
<tr>
<td>০৭</td>
<td><u>প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর সেবার মান উন্নয়নকরণ</u>
(ক) সিভিল সার্জন, নীলফামারী সভায় অবহিত করেন যে, নিয়মানুযায়ী পরিচালিত না হওয়া প্রাইভেট ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত আছে।

(খ) সভাপতি প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিয়মিত পরিদর্শন এবং মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগী হয়রানি ও দালালদের দৌরাত্ম্য রোধে সংশ্লিষ্টদের অভিযান পরিচালনা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন।</td>
<td>(ক) নিবন্ধনবিহীন ও নিয়মানুযায়ী পরিচালিত না হওয়া প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের বিরুদ্ধে মেডিকেল প্র্যাক্টিস এবং বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরী (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ সহ অন্যান্য আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী

২. সিভিল সার্জন, নীলফামারী
৩. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী</td>
</tr>
</table>

০৮	**সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত:** (ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, নীলফামারী সভায় জানান যে, নীলফামারী সড়ক বিভাগাধীন নীলফামারী বাইপাস (জেড-৫৭০৯) জেলা মহাসড়কের শিমুলতলী মোড় ও সফিয়ার মোড়ে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণকাজ চলমান থাকায় নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে কাজ সম্পন্নের স্বার্থে ভারী যানবাহন যেমন ট্রাক, বাস, মিনিবাস, ট্রেইলার ও ট্যাংকার চলাচল বন্ধ রেখে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। (খ) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী সভায় জানান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বয়ে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ও মহাসড়কে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, থ্রি-হইলার, নছিমন, করিমন, ভটভটি ও ইজিবাইক চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও বিআরটিএ, নীলফামারী এর সমন্বয়ে মোবাইল কোর্টের সমন্বিত অভিযান পরিচালনা অব্যাহত আছে। এছাড়াও তিনি অবহিত করেন প্রতি বোর্ড পরীক্ষায় আগত ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যাশীদের ব্রিফিং এর মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।	(ক) নীলফামারী বাইপাস সড়কের নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে কাজ সম্পন্নের স্বার্থে ভারী যানবাহন বিকল্প সড়ক ব্যবহারের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) মহাসড়কে যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার নিমিত্ত ধীরগতির যানবাহন যেমনঃ থ্রি-হইলার, নছিমন, করিমন, ভটভটি ও ইজিবাইক চলাচল বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী ২. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, নীলফামারী ৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী ৪. সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) বিআরটিএ, নীলফামারী ৫. সভাপতি/সম্পাদক জেলা বাস, মিনিবাস ও ট্রাক মালিক সমিতি, নীলফামারী।
০৯	**জেলায় বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন সংক্রান্ত:** (ক) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী সভায় জানান যে, এপ্রিল ২০২৬ মাসে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এ জেলায় ০৬টি মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এতে ০৯টি মামলা দায়ের করে ০৯ জন ব্যক্তিকে ২,৮০,০০০/-টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বালু উত্তোলন বন্ধে অভিযান অব্যহত থাকবে। (খ) সভাপতি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তিস্তা নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডিমলাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নিয়ে পুলিশ কর্তৃক নিয়মিত মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী ২. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী ৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী ৪. সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), নীলফামারী
১০	সীমান্ত পরিস্থিতি: অধিনায়ক, ৫৬ বিজিবি, নীলফামারী সভায় অবহিত করেন যে, এ জেলার সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। নীলফামারী জেলার সীমান্তে চোরাকারবারি, অবাধে গরু ও মাদক প্রবেশ, জাল টাকা রোধ ও পুশ-ইন রোধে টহল অব্যাহত রয়েছে। সীমান্তে যাতে চোরাকারবারী ও অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী ঢুকতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।	নীলফামারী জেলার সীমান্তে টহল অব্যাহত রাখতে হবে।	১। পুলিশ সুপার, নীলফামারী ২। অধিনায়ক, ৫১ বিজিবি, রংপুর। ৩। অধিনায়ক, ৫৬ বিজিবি দারোয়ানী, নীলফামারী।
১১	অনলাইন জুয়া সংক্রান্ত : সভাপতি সাম্প্রতিক সময়ে নীলফামারী জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ করে সৈয়দপুর ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় এর প্রবণতা বেশি । অনলাইন জুয়া বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। এছাড়াও ফেসবুকে ফেক আইডি খুলে বিভিন্ন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গোয়েন্দা নজরদারি আরও বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করেন।	১। জেলা শিক্ষা অফিস ও তথ্য অফিসের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হবে যাতে অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষ অনলাইন জুয়ার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।	১। পুলিশ সুপার, নীলফামারী। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী। ৩। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), নীলফামারী।
১২	জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্ত: চলমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে জেলার জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুদ গড়ে তোলা বন্ধ করা, নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দামে জ্বালানি তেল বিক্রি প্রতিহত করা এবং খোলা বাজারে জ্বালানি তেল বিক্রি ও পাচার রোধে কড়া নজরদারির মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট বা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ জেলায় জ্বালানি তেল (পেট্রোল, অকটেন) সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। নীলফামারী জেলায় গত ২৩/০৪/২০২৬ তারিখ হতে ফুয়েল কার্ড বিতরণ শুরু হয়েছে। ০৭/০৫/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত জেলায় মোট ২৯,৭২১ টি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ফুয়েল কার্ড বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গ্রাহকদের ভোগান্তি কমানো এবং জ্বালানি তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও স্বাভাবিক রাখার জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ফুয়েল কার্ডের মাধ্যমে নীলফামারী জেলায় জ্বালানি তেল (অকটেন, পেট্রোল) বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী

১৩	নীলফামারী বড় মাঠের কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত: নীলফামারী জেলার বড়মাঠটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এবং মানুষের একমাত্র বিনোদনের স্থান। মাঠের স্কুল পড়ুয়া কিশোরদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কিশোর গ্যাং একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। ১২-১৮ বছর বয়সী কিশোরদের নিয়ে গঠিত এসব গ্যাং বিভিন্ন গ্রুপ সক্রিয় হয়ে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, ইভটিজিং ও খুনসহ বিভিন্ন সহিংস অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গোয়েন্দা নজরদারি আরও বৃদ্ধি এবং পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।	বড়মাঠের স্কুল পড়ুয়া ১২-১৮ বছর বয়সী কিশোরদের নিয়ে গঠিত কিশোর গ্যাং এর অপতৎপরতা নিয়ন্ত্রণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি এবং পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। পুলিশ সুপার, নীলফামারী ২. কোম্পানি কমান্ডার র‍্যাব-১৩, নীলফামারী
১৪	বিবিধ: (ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী বলেন, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও নিম্নমানের কলা সরবরাহের কারনে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। উপজেলা প্রশাসনের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের নজরদারি বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়ে। (খ) জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে নীলফামারী জেলার ০৩ (তিন) জন মাননীয় উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে জনাব মো: আব্দুস সাত্তার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১২ নীলফামারী ০১ (ডোমার-ডিমলা), নীলফামারী বলেন জেলায় অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করতে হবে। মাদক, জুয়া, চুরিসহ সকল অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশেষ করে পার্শবর্তী দেশর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের পর সেদেশে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আমাদের সিমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারী জোরদার করতে হবে। জনাব ওবায়দুল্লাহ সালাফী, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৪ নীলফামারী ০৩ (জলঢাকা), নীলফামারী বলেন, মাদকের একটি সামাজিক ব্যাধি। সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতার মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। জনাব আব্দুল মুনতাকীম, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫ নীলফামারী ০৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ), নীলফামারী বলেন মাদক ও জুয়ার কুফল সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ পাড়া, মহল্লায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	(ক) স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রি বিতরণে তদারকি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) মাদকের হটস্পট জায়গাগুলোতে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গ) তিস্তা নদী হতে অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন, সার ও জ্বালনি তেলের সিন্ডিকেট এবং পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধের বিষয়ে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। পুলিশ সুপার, নীলফামারী ২। অধিনায়ক, ৫১ বিজিবি, রংপুর/ ৫৬বিজিবি দারোয়ানী, নীলফামারী। ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী ৪। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), নীলফামারী ৫। সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নীলফামারী ৬। জেলা তথ্য অফিসার, নীলফামারী

পরিশেষে, আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভাপতি দ্রব্যমূল্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। জ্বালানি তেল, সার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে, পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জোরদারকরণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন । পবিত্র ইদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে দীর্ঘ ছুটি থাকায় সকল সরকারি দপ্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দপ্তর প্রধানদের অনুরোধ করেন। পবিত্র ঈদ-উল-আযহার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৮-০৫-২০২৬
মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

তারিখ: ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ / ১৮ মে ২০২৬

নম্বর: ০৫.৪৭.৭৩০০.০০০.০১০.০৬.০০০১.২৫.৪৮৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। সিনিয়র সচিব, সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪। কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর।

৫। পুলিশ সুপার, নীলফামারী/পুলিশ সুপার, জিআরপি জেলা, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
৬। অধিনায়ক, ০৭ বীর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নীলফামারী।
৭। অধিনায়ক, ৫১ বিজিবি, রংপুর/ ৫৬ বিজিবি, দারোয়ানী, নীলফামারী।
৮। কোম্পানি কমান্ডার, সিপিসি-০২, র‍্যাব-১৩, নীলফামারী।
৯। সিভিল সার্জন, নীলফামারী।
১০। উপপরিচালক, এন.এস.আই, নীলফামারী।
১১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব/শিক্ষা ও আইসিটি), নীলফামারী।
১২। প্রশাসক, নীলফামারী/সৈয়দপুর/ডোমার/জলঢাকা পৌরসভা, নীলফামারী।
১৩। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ,নীলফামারী সদর/ডোমার/ডিমলা/জলঢাকা/সৈয়দপুর/কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।
১৪। অধ্যক্ষ, নীলফামারী সরকারী কলেজ/সরকারী মহিলা কলেজ, নীলফামারী।
১৫। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নীলফামারী।
১৬। জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, নীলফামারী।
১৭। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নীলফামারী সার্কেল/সৈয়দপুর সার্কেল, নীলফামারী।
১৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নীলফামারী সদর/ডোমার/ডিমলা/জলঢাকা/ সৈয়দপুর/ কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।
১৯। জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নীলফামারী।
২০। নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, নীলফামারী।
২১। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নীলফামারী-(তাঁকে কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২২। উপপরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নীলফামারী।
২৩। উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, নীলফামারী।
২৪। উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী।
২৫। উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, নীলফামারী।
২৬। উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নীলফামারী।
২৭। অফিসার-ইন-চার্জ, নীলফামারী সদর/ডোমার/ডিমলা/জলঢাকা/ সৈয়দপুর/ কিশোরগঞ্জ থানা, নীলফামারী।

১৯-০৫-২০২৬
জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (অতিরিক্ত দায়িত্ব)